আর্থিক অপরাধ এবং পরিপালন (FCC)

For AIBB

First Edition: September 2023
Second Edition: March 2024
Third Edition: June 2024
Fourth Edition: January 2025
Fifth Edition: June 2025
Sixth Edition: January 2026

This book is the result of the author's hard work and is protected by copyright. Any copying or sharing without permission is strictly prohibited by copyright law.

Written By:

Mohammad Samir Uddin, CFA
CEO at a Leading Asset Management Company
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center

Price: 350Tk.
For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01310-474402

MetaMentor Center

Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

সূচিপত্র

এসএল	*বিস্তারিত*	*পৃষ্ঠা নং*
1	**মডিউল–A:** মৌলিক ধারণা ও শব্দাবলি	**4-27**
2	**মডিউল–B:** ব্যাংকের প্রধান কার্যক্ষেত্রে আর্থিক অপরাধ	**28-39**
3	**মডিউল–C:** আর্থিক অপরাধ ঝুঁকি মূল্যায়ন	**40-61**
4	**মডিউল–D:** প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ ও প্রতিবেদন	**62-89**
5	**মডিউল–E:** নিষেধাজ্ঞা, ঘুষবিরোধী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ	**90-108**
6	**মডিউল–F:** নতুন অর্থনীতিতে আর্থিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ (FCC)	**109-114**
7	**মডিউল–G:** পরিপালন	**115-143**
	বিগত বছরের প্রশ্ন	**144-154**

Suggestion:

- ***Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.***
- ***Must read short notes from all chapter.***
- ***MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note.***

Important	*Details*	*Number of Question common in previous years*
*****	**মডিউল–A:** মৌলিক ধারণা ও শব্দাবলি	**24**
**	**মডিউল–B:** ব্যাংকের প্রধান কার্যক্ষেত্রে আর্থিক অপরাধ	**11**
****	**মডিউল–C:** আর্থিক অপরাধ ঝুঁকি মূল্যায়ন	**11**
*****	**মডিউল–D:** প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ ও প্রতিবেদন	**32**
*****	**মডিউল–E:** নিষেধাজ্ঞা, ঘুষবিরোধী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ	**13**
*	**মডিউল–F:** নতুন অর্থনীতিতে আর্থিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ (FCC)	**1**
**	**মডিউল–G:** পরিপালন	**12**

MetaMentor Center

সিলেবাস

মডিউল–A: মৌলিক ধারণা ও শব্দাবলি

কমপ্লায়েন্সের ধারণা, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব; আইন (Law), বিধি (Rule), প্রবিধান (Regulation), সার্কুলার ও নির্দেশিকার পার্থক্য; নিয়ন্ত্রক কাঠামো ও তদারকি সংস্থার ভূমিকা; কর্পোরেট গভর্ন্যান্স ও নৈতিকতা; অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; Three Lines of Defense মডেল; কমপ্লায়েন্স সংস্কৃতি; ঝুঁকি ও কমপ্লায়েন্স ঝুঁকির মৌলিক ধারণা; আর্থিক অপরাধ সম্পর্কিত মূল পরিভাষা।

মডিউল–B: ব্যাংকের প্রধান কার্যক্ষেত্রে আর্থিক অপরাধ

মানি লন্ডারিং-এর ধাপ (Placement, Layering, Integration); সন্ত্রাসে অর্থায়ন; জালিয়াতি (Fraud)—অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত; সাইবার অপরাধ; ট্রেড-ভিত্তিক মানি লন্ডারিং; পরিচয় গোপন লেনদেন; KYC, CDD ও EDD; Beneficial Ownership; ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহক (High-Risk Customer) ও PEP; শেল কোম্পানি ও সন্দেহজনক লেনদেনের বৈশিষ্ট্য।

মডিউল–C: আর্থিক অপরাধ ঝুঁকি মূল্যায়ন

ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও শ্রেণিবিন্যাস; Inherent Risk ও Residual Risk; ঝুঁকি ম্যাট্রিক্স (Likelihood–Impact Model); গ্রাহক, পণ্য ও দেশভিত্তিক ঝুঁকি; Enterprise-Wide Risk Assessment; ঝুঁকি স্কোরিং ও রেটিং পদ্ধতি; নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন; ঝুঁকি রিপোর্ট প্রস্তুত ও উপস্থাপন।

মডিউল–D: প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ ও প্রতিবেদন

AML/CFT নীতিমালা ও কর্মসূচি; লেনদেন মনিটরিং সিস্টেম; সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR) ও সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট (SAR); রেকর্ড সংরক্ষণ নীতি; অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও অডিট; রেগুলেটরি রিপোর্টিং; প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কর্মসূচি; তদন্ত ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা।

মডিউল–E: নিষেধাজ্ঞা, ঘুষবিরোধী ব্যবস্থা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ

আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা (UN, OFAC ইত্যাদি); স্যাংশন স্ক্রিনিং; Anti-Bribery & Anti-Corruption (ABAC) কাঠামো; Politically Exposed Person (PEP) ব্যবস্থাপনা; উপহার ও আতিথেয়তা নীতি; স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest); হুইসেল ব্লোয়িং ব্যবস্থা; দুর্নীতি ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রতিরোধ কৌশল।

মডিউল–F: নতুন অর্থনীতিতে আর্থিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ (FCC)

ডিজিটাল ব্যাংকিং ও ফিনটেক ঝুঁকি; মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস; ক্রিপ্টোকারেন্সি ও ভার্চুয়াল অ্যাসেট; সাইবার নিরাপত্তা; ডেটা সুরক্ষা ও গোপনীয়তা; RegTech ও SupTech; প্রযুক্তিনির্ভর মনিটরিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক নজরদারি।

MetaMentor Center

মডিউল–G: পরিপালন

কমপ্লায়েন্স ফাংশনের কাঠামো; চিফ কমপ্লায়েন্স অফিসারের দায়িত্ব; কমপ্লায়েন্স ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা; অন্তর্নিহিত ও অবশিষ্ট ঝুঁকি মূল্যায়ন; পরিপালন নীতি ও শাসন কাঠামো; নিয়ন্ত্রক সম্মতি; কমপ্লায়েন্স মনিটরিং প্ল্যান; বোর্ড ও ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার ভূমিকা; স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন।

মডিউল এ:
ধারণাগত সমস্যা এবং পরিভাষা

প্রশ্ন-০১. আর্থিক অপরাধ (financial crime) কি? বাংলাদেশের আর্থিক খাতে কোন ধরনের আর্থিক অপরাধপরিলক্ষিত হয়? BPE- ৯৬তম। BPE- ৯৮তম. BPE- ৯৯তম.

আর্থিক অপরাধ এমন এক ধরনের অপরাধ, যেখানে কেউ ব্যক্তিগত লাভের জন্য বেআইনি উপায়ে টাকা বা সম্পদ অর্জন করে। এ ধরনের অপরাধের মাধ্যমে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতি হয়। সহজ ভাষায়, আর্থিক অপরাধ হলো অবৈধভাবে অর্থ বা সম্পদ অর্জনের জন্য প্রতারণা বা অসাধু উপায়ে অর্থ ব্যবহার করা। আর্থিক অপরাধের মধ্যে রয়েছে জালিয়াতি, দুর্নীতি, কর ফাঁকি, ঋণ কেলেঙ্কারি এবং অর্থ পাচার। বাংলাদেশের আর্থিক খাতে উল্লেখযোগ্য আর্থিক অপরাধের মধ্যে রয়েছে:

1. **জালিয়াতি:** আর্থিক লাভের জন্য অন্যদের প্রতারিত করা।
2. **দুর্নীতি এবং ঘুষ:** ব্যবসা বা সরকারে প্রভাব বা কর্মের বিনিময়ে অবৈধ সুবিধা গ্রহন করা।
3. **কর ফাঁকি:** অবৈধভাবে কর প্রদান এড়ানো।
4. **ইনসাইডার ট্রেডিং এবং মার্কেট ম্যানিপুলেশন:** ট্রেড করার জন্য গোপনীয় তথ্য ব্যবহার করা বা বাজারের দাম হেরফের করা।
5. **ঋণ কেলেঙ্কারি:** মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ঋণ প্রাপ্তি।
6. **মানি লন্ডারিং:** অবৈধভাবে প্রাপ্ত অর্থের উৎস গোপন করা।
7. **সন্ত্রাসী অর্থায়ন:** সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়ন।
8. **গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তার অর্থায়ন (WMD):** WMD-এর বিকাশের জন্য আর্থিক সহায়তা।
9. **অনলাইন গেমিং এবং বাজি:** অবৈধ বা অনিয়ন্ত্রিত অনলাইন জুয়া।
10. **হুন্ডি:** অর্থ স্থানান্তরের বৈধ মাধ্যমগুলো ব্যাবহার না করে অসাধুউপায়ে অর্থ স্থানান্তরের পদ্ধতি।

এই অপরাধগুলি আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থাকে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। এটি বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধানে বাধা সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন-০২. বাংলাদেশে আর্থিক অপরাধ দমনের প্রধান স্টেকহোল্ডার (main stakeholders কোনটি?

বাংলাদেশে, আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে জড়িত প্রধান স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে রয়েছে:

1. **রিপোর্টিং অর্গানাইজেশন (ROs):** এই সংস্থার কাজ হলো সন্দেহজনক আর্থিক কার্যকলাপ রিপোর্ট করা।
2. **বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ):** অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কিত আর্থিক লেনদেন বিশ্লেষণের জন্য এটি কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে কাজ করে।
3. **তদন্তকারী সংস্থা:** এ সংস্থা গুলোর মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিরেক্টরেট (সিআইআইডি), জাতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি)। রাজস্ব বোর্ড, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (DNC), এবং পরিবেশ অধিদপ্তর।
4. **গোয়েন্দা সংস্থা:** আর্থিক অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত।
5. **নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ:** বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএসইসি, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ),

MetaMentor Center

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ), সমাজসেবা বিভাগ এবং স্ব নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

6. **বিভিন্ন মন্ত্রণালয়:** বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ইত্যাদি সংস্থা।

উপরোক্ত এই সমস্ত স্টেকহোল্ডাররা আর্থিক অপরাধকে মোকাবেলা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-০৩. "সমস্ত মানি লন্ডারিংই আর্থিক অপরাধ কিন্তু সব আর্থিক অপরাধই মানি লন্ডারিং নয়" কিছু উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করুন। BPE-৯৬তম। BPE- ৯৯তম.

অথবা "সকল মানিলন্ডারিং অপরাধই আর্থিক অপরাধ। কিন্তু সকল আর্থিক অপরাধ মানিলন্ডারিং অপরাধ নয়" উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। BPE-৬ষ্ঠ

"মানি লন্ডারিং হল একটি নির্দিষ্ট ধরনের আর্থিক অপরাধ, কিন্তু সব আর্থিক অপরাধই মানি লন্ডারিং নয়।" অর্থ পাচারের প্রতিটি কাজ একটি আর্থিক অপরাধ হলেও, অনেক আর্থিক অপরাধ রয়েছে যা অর্থ পাচারের সাথে সম্পর্কিত নয়।

মানি লন্ডারিংয়ের উদাহরণ (আর্থিক অপরাধ): ধরা যাক, কেউ মাদক বিক্রি করে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করেছে। এখন সেই টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে ব্যবসা বা অন্য কোনো বৈধ খাতে বিনিয়োগ করছে, যেন কেউ বুঝতে না পারে যে টাকা অবৈধ। এটাই মানি লন্ডারিং—অবৈধ অর্থকে বৈধ রূপ দেওয়ার চেষ্টা **একটি আর্থিক অপরাধ।**

নন-মানি লন্ডারিং আর্থিক অপরাধের উদাহরণ: সঠিক পরিমাণ ট্যাক্স পরিশোধ এড়াতে যথাযথ আয়ের রিপোর্ট না করে একজন ব্যক্তি কর ফাঁকি দিচ্ছেন তিনি আর্থিক অপরাধ করছেন। যাইহোক, এটি অর্থ পাচার নয়, কারন তারা তাদের অর্থের উৎস ছদ্মবেশ করার চেষ্টা করছে না।

সুতরাং, মানি লন্ডারিং যখন একটি আর্থিক অপরাধ হিসাবে গণনা করা হয়, তখন কর ফাঁকি, জালিয়াতিএবং অভ্যন্তরীণ ব্যবসার মতো আরও অনেক ধরনের আর্থিক অপরাধ থাকে যেগুলি অর্থ পাচারের সাথে জড়িত নয়।

প্রশ্ন-০৪. কীভাবে একটি ব্যাংক তার গ্রাহকের মানি লন্ডারিং মামলায় জড়িত হতে পারে? উদাহরণ সহ বর্ণনা কর। BPE-৯৭তম।

তহবিল পরিচালনায় একটি ব্যাংক ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো গ্রাহকের মানি লন্ডারিং কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারে। অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থকে বৈধ দেখাতে, ব্যাংককে সেই অর্থ জমা, স্থানান্তর বা উত্তোলনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ: একজন গ্রাহক যিনি মাদক পাচার করে অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করেছেন, তিনি এই অর্থ একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করেছেন, তারপরে সিরিজ লেনদেন সম্পাদন করতে পারে, যেমন বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের মধ্যে উক্ত অর্থ স্থানান্তর, সম্ভবত বিভিন্ন দেশে বা বৈধ ব্যবসায় বিনিয়োগ করা। যদি ব্যাংক এই লেনদেনে সন্দেহজনক প্রকৃতি শনাক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত চেক না করে, তাহলে এটি মানি লন্ডারিং প্রক্রিয়ায় ব্যাংক অনিচ্ছাকৃত অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠে। ব্যাংক সিস্টেম এবং পরিষেবাগুলি এইভাবে অবৈধ তহবিলগুলিকে বৈধতার রূপরেখা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়, যা কর্তৃপক্ষের পক্ষে অর্থের আসল উৎস সনাক্ত করা কঠিন করে তোলে।

প্রশ্ন-০৫. আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কত উপায়ে আর্থিক অপরাধে জড়িত হতে পারে?

আর্থিক প্রতিষ্ঠান তিনটি প্রধান উপায়ে আর্থিক অপরাধে জড়িত হতে পারে:

1. **ভিকটিম হিসেবে:** এক্ষেত্রে, প্রতারণাকারীরা সরাসরি প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা করে। যেমন: ভুল আর্থিক তথ্য উপস্থাপন, অর্থ আত্মসাৎ, চেক জালিয়াতি, ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি, সিকিউরিটিজ জালিয়াতি এবং পেনশন জালিয়াতি ইত্যাদি। এসব প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের কারণে প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতির সম্মুখীন হয়।
2. **একজন অপরাধী হিসেবে:** এই রকম পরিস্থিতিতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজেই অপরাধ করে। এতে

প্রতারণামূলক আর্থিক পণ্য বিক্রি স্ব-কারবার, বা ক্লায়েন্টের তহবিল অপব্যবহার করার মতো কার্যকলাপ জড়িত।

3. **একটি উপকরণ হিসাবে:** উপকরন হিসেবে এটি তখন হয় যখন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি,জ্ঞাতসারে বা অজান্তে, অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য হাতিয়ার বা চ্যানেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর প্রধান উদাহরণ হল মানি লন্ডারিং, যেখানে অবৈধ তহবিলগুলিকে বৈধ দেখানোর জন্য প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা হয়।

এ অপরাধমূলক কর্মকান্ড প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা অভিপ্রায় এবং অসচেতনতায় হতে পারে।

প্রশ্ন-০৬. মানি লন্ডারিং কি? MLPA, 2012 অনুযায়ী অর্থ পাচারের সংজ্ঞা দাও। BPE- ৯৭তম ।

মানি লন্ডারিং হলো অবৈধ উপায়ে অর্থ স্থানান্তরের পক্রিয়াকে বুঝায়। মানি লন্ডারিং এর মাধ্যমে অবৈধভাবে প্রাপ্ত অর্থ (যেমন মাদক পাচার বা দুর্নীতি থেকে) বৈধ দেখানোর প্রচেষ্টা করা হয়। বাংলাদেশের মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন অ্যাক্ট (এমএলপিএ), 2012 অনুযায়ী, মানি লন্ডারিং-এর মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে:

1. **অবৈধ অর্থের স্থানান্তর:** বিভিন্ন অপরাধ থেকে অর্জিত অর্থ গ্রহণ এবং অবৈধ উৎসকে আড়াল করার অভিপ্রায়ে এই টাকা স্থানান্তর বা রূপান্তর করা।
2. **অবৈধ উৎস, বা মালিকানা গোপন করা:** অপরাধমূলক আয়ের মূল উৎস বা প্রকৃত মালিকানা লুকানোর চেষ্টা করা।
3. **আইনের দৃষ্টি ফাকি দেওয়া:** অপরাধের সাথে জড়িত কাউকে আইনি দায়িত্ব এড়াতে সহায়তা করা।
4. **অর্থ পাচার:** অবৈধভাবে দেশে বা বাইরে অর্থ স্থানান্তর করা।
5. **প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা এড়িয়ে যাওয়া:** সংশ্লিষ্ট তদারকি অফিসে রিপোর্ট করার আইনি বাধ্যবাধকতা এড়াতে আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করা।

MLPA, 2012 মূলত অর্থ পাচারকে এমন ক্রিয়াকলাপ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে যা অর্থের অবৈধ উৎস লুকিয়ে রাখে বা অপরাধীদের সহায়তা করে।

প্রশ্ন-০৭.অর্থ পাচার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। BPE-৯৭তম ।
অথবা, অর্থ পাচারের পর্যায়গুলো আলোচনা কর । BPE-৯৬ তম । BPE-৫ম
অথবা, মানিলন্ডারিং প্রক্রিয়ার ধাপগুলো কী কী?BPE- ৬ষ্ঠ

মানি লন্ডারিং প্রক্রিয়ার তিনটি মূল পর্যায় জড়িত:

- **অবৈধ অর্থের আর্থিক ব্যবস্থায় প্রাথমিক প্রবেশ:** ব্যাংক সনাক্তকরণ এড়াতে ছোট আমানত বা নগদ জমা, বৈদেশিক মুদ্রা কেনা বা বৈধ ব্যবসায়িক রাজস্বের সাথে অবৈধ তহবিল মিশ্রিত করার মতো পদ্ধতির মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবর্তিত হয়।
- **লেয়ারিং স্টেজ:** এখানে লক্ষ্য হল জটিল লেনদেনের মাধ্যমে অর্থের উৎপত্তিকে অস্পষ্ট করা। এর মধ্যে অ্যাকাউন্ট বা দেশের মধ্যে তহবিল স্থানান্তর, ব্যবসায় বিনিয়োগ বা অর্থের উৎস ছদ্মবেশী বিভিন্ন আর্থিক বিনিয়োগ করা।
- **ইন্টিগ্রেশন স্টেজ:** চূড়ান্ত ধাপে অর্থ পাচার করা অর্থকে এমনভাবে অর্থনীতিতে পুনঃএকত্রিত করে যা বৈধ বলে মনে হয়। এটি হতে পারে ঋণ, রিয়েল এস্টেট বা বিলাস দ্রব্যে বিনিয়োগ বা এটিকে জামানত হিসাবে ব্যবহার করে কার্যকরভাবে অর্থের অপরাধমূলক উৎস লুকিয়ে রাখা এবং সন্দেহ ছাড়াই এটি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-০৮. মিস্টার এক্স নামে এক সরকারি কর্মচারী সেবা দেওয়ার বিনিময়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৫০ লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছেন। তারপর তিনি 25 লক্ষ টাকা তার বাড়ির একটি নিরাপদ স্থানে রেখে বাকিটা তার শ্যালককে দিয়ে দেন, জনাব ওয়াই তার নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এইচপি ব্যাংক লিমিটেড এ টাকা জমা দেন। এটা কি মানি লন্ডারিং এর আওতায় পড়ে? আপনার উত্তরের কারণ দিন। খ. উপরের দৃশ্যে, কাদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ আনা হবে এবং কেন? গ. ব্যাংক এইচপি ব্যাংক লিমিটেডের দ্বারা কী যথাযথ পরিশ্রমের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?

ক. হ্যাঁ, এটি মানি লন্ডারিংয়ের আওতায় পড়ে। মানি লন্ডারিং হল অবৈধ কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত অর্থকে বৈধ হিসাবে ছদ্মবেশী করা। মিস্টার এক্স ঘুষের মাধ্যমে অর্থ অর্জন (একটি বেআইনি কার্যকলাপ) এবং মিস্টার ওয়াই এর মাধ্যমে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করার মাধ্যমে এটিকে বৈধ করার মাধ্যমে অর্থ পাচার করার চেষ্টা করে।

খ. মিস্টার এক্স এবং মিস্টার ওয়াই উভয়কেই মানি লন্ডারিংয়ের জন্য অভিযুক্ত করা যেতে পারে। বেআইনি তহবিল প্রাপ্তির জন্য এবং এর উৎস লুকানোর চেষ্টা করার জন্য মিস্টার এক্স, এবং মিঃ ওয়াই এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা দিয়ে, তহবিলগুলিকে তাদের অবৈধ উৎস থেকে আলাদা করার জন্য একটি স্তর হিসাবে কাজ করে।

গ. এইচপি ব্যাংক লিমিটেডের উচিত কঠোর যথাযথ অধ্যবসায়মূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা যার মধ্যে রয়েছে:

- বৃহৎ আমানতের উৎস সনাক্তকরণ ও যাচাই করা।
- অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কার্যকলাপের জন্য লেনদেন পর্যবেক্ষণ করা।
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন করা।
- অর্থ পাচারের লক্ষণ চিনতে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

এই ব্যবস্থাগুলি মানি লন্ডারিং কার্যক্রম সনাক্ত এবং প্রতিরোধে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-০৯. মানি লন্ডারিং অপরাধ সম্পূর্ণ করার জন্য সব ধাপ অনুসরণ করা কি অপরিহার্য? উদাহরণ সহ বর্ণনা করুন। BPE- ৯৬তম ।

না , মানি লন্ডারিং অপরাধ সম্পূর্ণ করার জন্য সমস্ত ধাপ অনুসরণ করা অপরিহার্য নয়। মানি লন্ডারিং সাধারণততিনটি পর্যায় জড়িত: প্লেসমেন্ট, লেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশন। যাইহোক, সমস্ত ধাপ সম্পূর্ণ না করেও মানি লন্ডারিং অপরাধ সংঘঠিত করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যক্তি অবৈধভাবে অর্থ লাভ করে এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টে (প্লেসমেন্ট) জমা করে সেক্ষেত্রে এটি তাৎক্ষনিক মানি লন্ডারিং হিসাবে বিবেচিত হয়। বৈধ হিসাবে আর্থিক ব্যবস্থায় অবৈধ তহবিল প্রবর্তনের নিছক কাজ একটি মানি লন্ডারিং অপরাধ গঠন করতে পারে। এটি প্রমাণ করে যে সমস্ত পর্যায়ের সমাপ্তি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বশর্ত নয়।

প্রশ্ন-১০. মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন অ্যাক্ট (MLPA), 2012 এর ধারা 25-এ উল্লেখিত ROS-এর দায়িত্বগুলি কী কী? BPE-৯৬তম । BPE- ৯৮তম. BPE-৫ম

বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন অ্যাক্ট (MLPA), 2012-এর ধারা 25-এর অধীনে, রিপোর্টিং সংস্থা ROS এর দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে:

1. **যথাযথ প্রতিবেদন প্রদান:** ROS কে অবশ্যই বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (BFIU) কাছে মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসে অর্থায়নের সাথে সম্পর্কিত সন্দেহজনক কোনো লেনদেনের রিপোর্ট করতে হবে।
2. **রেকর্ড রাখা :** মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়ন সম্পর্কিত যেকোনো তদন্ত বা বিশ্লেষণে সহায়তা করার জন্য সাধারণত পাঁচ বছরের সমস্ত শনাক্তকরণ রেকর্ড এবং লেনদেনের ডেটা রাখতে হবে।

3. **কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন** : অভ্যন্তরীণ নীতি, পদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রণ সহ মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নীতি নির্ধারকদের কার্যকর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।
4. **কর্মচারী প্রশিক্ষণ** : নিশ্চিত করা যে তাদের কর্মচারীরা সঠিকভাবে অর্থ পাচার বা সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি জড়িত হতে পারে এমন লেনদেনগুলিকে চিনতে এবং পরিচালনা করতে প্রশিক্ষিত।

এর মূল লক্ষ্য আর্থিক এবং অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সতর্কতা এবং সহযোগিতা প্রচারের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইকে শক্তিশালী করা।

প্রশ্ন-১১. MLPA, 2012-এর অধীনে ROS-এর কোন অ-সম্মতিমূলক বিষয়গুলি শাস্তিযোগ্য? BPE-৯৬তম।

মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন অ্যাক্ট (এমএলপিএ), 2012-এর অধীনে বাংলাদেশে রিপোর্টিং অর্গানাইজেশনের (আরও) অ-সম্মতিমূলক সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে যেগুলি শাস্তিযোগ্য:-

1. **রিপোর্ট করতে ব্যর্থতা** : বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর কাছে মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়নের সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন না করা।
2. **অপর্যাপ্ত রেকর্ড রাখা** : প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য সনাক্তকরণ এবং লেনদেনের ডেটার সঠিক রেকর্ড বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়া।
3. **যথাযথ পরিশ্রমের সাথে অ-সম্মতি** : গ্রাহকদের প্রতি যথাযথ অধ্যবসায় না করা বা যথাযথভাবে তাদের পরিচয় যাচাই করতে ব্যর্থ হওয়া।
4. **কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রামের অভাব** : নীতি, নিয়ন্ত্রণ এবং পদ্ধতি সহ মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে একটি ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন না করা।
5. **প্রশিক্ষণে অবহেলা** : মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন সম্পর্কিত লেনদেন গুলি সনাক্তকরণ এবং মোকাবেলা করার বিষয়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে ব্যর্থ হওয়া।

MLPA, 2012-এ বর্ণিত এই দায়িত্বগুলির লঙ্ঘন জরিমানা এবং কারাদণ্ড সহ জরিমানা হতে পারে।

প্রশ্ন-১২. একজন ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত মানি লন্ডারিং অপরাধের শাস্তি কি? BPE-৯৭তম ।
অথবা, ঐ দায়িত্বগুলো পালনে ব্যর্থ হলে যে শাস্তিমূলক বিধানগুলো প্রযোজ্য সেগুলো উল্লেখ করুন। BPE-৯৮তম.

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, 2012-এর অধীনে, বাংলাদেশে, মানি লন্ডারিং অপরাধে জড়িত ব্যক্তির শাস্তির মধ্যে রয়েছে:

1. **কারাদণ্ড** : সর্বনিম্ন 4 বছর এবং 12 বছর পর্যন্ত।
2. **জরিমানা** : অপরাধের সাথে জড়িত সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ জরিমানা বা 10 লাখ বাংলাদেশী টাকা (যেটি বেশি)। জরিমানা না দিলে জরিমানার সমপরিমাণ অতিরিক্ত কারাদণ্ড হতে পারে।
3. **সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা** : আদালত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থ পাচার বা কোনো অপরাধমূলক অপরাধের সাথে জড়িত বা জড়িত থাকলে রাষ্ট্রের পক্ষে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিতে পারে।

MetaMentor Center

এই কাঠামোটি বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থা যাহা অর্থ পাচারের সাথে জড়িত ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলিকে অবৈধ কার্যকলাপ হতে বিরত থাকাতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-১৩. predicate অপরাধ কি? ১০টি অপরাধমূলক কার্যক্রম উল্লেখ করুন। মানি লন্ডারিং মামলা তদন্ত করার জন্য কোন সংস্থাগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে? BPE-৯৮তম. BPE-৫ম

প্রিডিকেট অপরাধ এমনভাবে অর্থ তৈরি করে যা ধুয়ে ফেলা যায় বা অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (MLPA) অনুযায়ী, প্রিডিকেট অপরাধের মধ্যে দুর্নীতি, ঘুষ, প্রতারণা, জালিয়াতি, অবৈধ অস্ত্র বাণিজ্য, মাদক পাচার, অপহরণ, হত্যা, মানব পাচার এবং অন্যান্য অনেক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত। এই অপরাধগুলোকে মূল অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় যার ফলস্বরূপ প্রাপ্ত অর্থ পরবর্তীতে মানি লন্ডারিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা মানি লন্ডারিং তদন্ত এবং প্রসিকিউশনের ভিত্তি তৈরি করে। এখানে দশটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

- প্রতারণা – আর্থিক লাভের জন্য প্রতারণামূলক কাজ।
- মাদক পাচার – নিষিদ্ধ মাদকের অবৈধ বন্টন।
- মানব পাচার – শ্রম বা যৌন শোষণের জন্য মানুষকে ব্যবহার।
- সন্ত্রাসবাদ – রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভয় প্রদানের জন্য সহিংস কার্যকলাপ।
- দুর্নীতি – ব্যক্তিগত লাভের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার।
- কর ফাঁকি – অবৈধভাবে কর পরিশোধ না করা।
- আত্মসাত – তহবিলের অপব্যবহার।
- ঘুষ – অবৈধ পুরস্কার প্রদান বা গ্রহণ।
- চাঁদাবাজি – জোর বা হুমকির মাধ্যমে কিছু পাওয়া।
- জালিয়াতি – নকল পণ্য বা মুদ্রা উৎপাদন। এই অপরাধগুলো প্রায়ই আরো জটিল অপরাধমূলক কার্যক্রমের ভিত্তি তৈরি করে।

বাংলাদেশে, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এবং সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলীর অধীনে, মানি লন্ডারিং মামলার তদন্তের জন্য বেশ কয়েকটি সংস্থা ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এর মধ্যে রয়েছে:

- বাংলাদেশ ব্যাংক, বিশেষ করে তার বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU)
- দুর্নীতি দমন কমিশন (ACC)।
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেমন পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (RAB), এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (BGB)। এই সংস্থাগুলো একসঙ্গে কাজ করে মানি লন্ডারিং শনাক্ত, তদন্ত এবং প্রতিরোধ করে, যাতে অপরাধমূলকভাবে অর্জিত অর্থের উৎস গোপন করা না যায়।

প্রশ্ন-১৪. BFIU কি? BFIU এর প্রধান কাজ ও দায়িত্ব কি কি? BPE- ৯৭তম ।
অথবা, বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU)-এর মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে কী ভূমিকা রয়েছে? BPE- ৯৮তম. BPE- ৯৯তম. BPE-৫ম

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) হল মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (এমএলপিএ) 2002 এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা, যা 2012 সালে পুনঃনামকরণ করা হয়েছে, মানি লন্ডারিং (এমএল), সন্ত্রাসী অর্থায়ন (টিএফ), এবং প্রলিফারেশন ফাইন্যান্সিং (পিএফ) এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

1. **বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন:** এসটিআর/এসএআর, সিটিআর এবং তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ থেকে আর্থিক বুদ্ধিমত্তা গ্রহণ করে, বিশ্লেষণ করে এবং তৈরি করে।
2. **ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট:** STRs/SARs এবং CTR-এর সমস্ত ডাটাবেস রক্ষণাবেক্ষণ করে।
3. **নির্দেশিকা ও তত্ত্বাবধান:** ML, TF, এবং PF প্রতিরোধ করার জন্য নির্দেশিকা জারি করে; সম্মতির জন্য রিপোর্টিং সংস্থাগুলির তত্ত্বাবধান করে।

4. **আন্তর্জাতিক সম্মতি:** পিএফ-এর উপর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজোলিউশন বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে এবং FATF এবং EGMONT গ্রুপের মতো বিশ্বব্যাপী সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করে।
5. **প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা:** প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং নিয়ন্ত্রক, আইন প্রয়োগকারী এবং আন্তর্জাতিক FIU সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করে।
6. **নীতি বাস্তবায়ন:** এএমএল এবং সিএফটি জাতীয় কমিটির জন্য সচিবালয় হিসাবে কাজ করে এবং নীতি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে।
7. **জনসচেতনতা:** ML, TF, এবং PF কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করে।

এই পয়েন্টগুলি আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রচেষ্টা বৃদ্ধিতে বিএফআইইউ এর বিস্তৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রশ্ন-১৫. সন্দেহজনক লেনদেন সংক্রান্ত সন্ত্রাসবিরোধী আইন (ATA), 2009 এর ধারা 15 এবং 20A এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব কী?

1. **প্রতিবেদন বিশ্লেষণ:** সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদনের অনুরোধ এবং বিশ্লেষণ করা।
2. **অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ:** 30 দিনের জন্য অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা অথবা সন্ত্রাস-সংযুক্ত সন্দেহের জন্য 6 মাস পর্যন্ত বাড়ানো।
3. **এজেন্সি তত্ত্বাবধান:** রিপোর্টিং এজেন্সিগুলির কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা।
4. **প্রতিরোধমূলক দিকনির্দেশ:** সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং WMD বিস্তার রোধে নির্দেশনা দেওয়া।
5. **কমপ্লায়েন্স মনিটরিং:** কমপ্লায়েন্স চেক এবং অন-সাইট পরিদর্শন পরিচালনা করা।
6. **প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা:** সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণ এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
7. **আইন প্রয়োগকারী সহযোগিতা:** তদন্তে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করুন এবং সহযোগিতা করা।
8. **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা:** আদালত বা আন্তর্জাতিক নির্দেশনা অনুযায়ী তহবিল নিষ্পত্তি সহ বিদেশী অপরাধের জন্য বা আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে অ্যাকাউন্ট জব্দ করা।

প্রশ্ন-১৬. BFIU এর কাছে কী ধরনের রিপোর্ট ব্যাংককে রিপোর্ট করতে হয়? BFIU কত দিনের জন্য একটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতে পারে? BPE-৯৭তম. BPE-৯৯তম.

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ আইন, ২০০৯-এ উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU)-এর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে আপনার প্রশ্নগুলোর মূল বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো।

MetaMentor Center

- **রিপোর্ট অনুসন্ধান করে ব্যাংকগুলিকে অবশ্যই BFIU-এর কাছে জমা দিতে হবে** : রিপোর্টিং সংস্থা হিসাবে ব্যাংক গুলিকে BFIU-তে দুটি প্রাথমিক ধরনের রিপোর্ট জমা দিতে হবে:

  i.নগদ লেনদেনের প্রতিবেদন : ব্যাংকের মধ্যে সংঘঠিত উল্লেখযোগ্য নগদ লেনদেনের প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

  ii. সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন : ব্যাংকে কোনো গ্রাহকের লেনদেন যদি অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক বলে মনে হয় যে এটি মানি লন্ডারিং বা অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত তাহলে এটি প্রতিবেদন আকারে BFIU-এর কাছে জমা প্রদান করতে হবে।

- **BFIU দ্বারা একটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার সময়কাল** : উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী:
  - যে কোনো রিপোর্টিং প্রতিষ্ঠানকে কোনো অ্যাকাউন্টের
  - লেনদেন স্থগিত বা ফ্রিজ করার জন্য আদেশ জারি করার বিএফআইইউ-এর ক্ষমতা আছে।
  - সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বার হতে পারে ।
  - প্রতিটি সাসপেনশন বা হিমায়িত সময়কাল 30 (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে ।

এই ব্যবস্থাগুলি মানি লন্ডারিং এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য BFIU-এর প্রচেষ্টার অংশ। BFIU কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকগুলি এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-১৭. রিপোর্টিং সংস্থাগুলির দায়িত্ব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

MLPA-এর ধারা 25(1) এ বর্ণিত মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ করার জন্য রিপোর্টিং সংস্থাগুলিকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও দায়িত্ব পালন করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে:

1. গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট সক্রিয় থাকাকালীন তাদের পরিচয় সম্পর্কে সঠিক এবং সম্পূর্ণ তথ্য রাখা।
2. একটি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার পরে, তাদের অবশ্যই সেই অ্যাকাউন্টের সমস্ত রেকর্ড এবং কমপক্ষে পাঁচ বছরের জন্য তার লেনদেন বজায় রাখতে হবে।
3. অনুরোধের ভিত্তিতে তাদের অবশ্যই বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কে গ্রাহকের পরিচয় এবং অ্যাকাউন্ট লেনদেনের তথ্য প্রদান করতে হবে।
4. তারা অবিলম্বে এবং সক্রিয়ভাবে BFIU-কে "সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন" হিসাবে সন্দেহজনক বা সন্দেহজনক বলে মনে হয় এমন কোনও লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা রিপোর্ট করতে বাধ্য থাকা।

প্রশ্ন-১৮. বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কে সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট করার জন্য কতটি রিপোর্টিং অর্গানাইজেশন (আরওএস) রয়েছে । ROS এর নাম লিখ। BPE-৯৬তম । BPE ৯৮তম.BPE-৫ম

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট করার জন্য 17 ধরনের রিপোর্টিং অর্গানাইজেশন (আরও) স্বীকৃতি দেয়। এর মধ্যে রয়েছে:

- ব্যাংক
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- বীমাকারীরা
- মানি চেঞ্জার
- অর্থ প্রেরণ বা স্থানান্তরের জন্য কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান
- ব্যবসা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান
- স্টক ডিলার এবং স্টক ব্রোকার
- পোর্টফোলিও ম্যানেজার এবং মার্চেন্ট ব্যাংকার
- সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান
- সম্পদ ব্যবস্থাপক
- অলাভজনক সংস্থা (NPOs)
- বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)

MetaMentor Center

- সমবায় সমিতি
- রিয়েল এস্টেট ডেভেলপাররা
- মূল্যবান ধাতু বা পাথরের ডিলার
- ট্রাস্ট এবং কোম্পানি পরিষেবা প্রদানকারী
- আইনজীবী, নোটারি, অন্যান্য আইনী পেশাদার এবং হিসাবরক্ষক

উপরন্তু, সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য বিএফআইইউ সরকারি অনুমোদনের মাধ্যমে অন্য প্রতিষ্ঠানকেও রিপোর্টিং সংস্থা হিসেবে যুক্ত করতে পারে।

প্রশ্ন-১৯. রিপোর্টিং অর্গানাইজেশন (RO) দ্বারা বিএফআইইউ-কে টিপ অফ করা এবং মিথ্যা তথ্য প্রদানের জন্য শাস্তির বিধান লিখুন।

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কে মিথ্যা তথ্য প্রদানের জন্য রিপোর্টিং সংস্থাকে 20,000 টাকা থেকে 5 লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হয়। এক আর্থিক বছরে তিনবারের বেশি জরিমানা করা হলে, বিএফআইইউ সংস্থার নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা যায় যার ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অতিরিক্তভাবে, অ-সম্মতি বা জ্ঞাতসারে মিথ্যা তথ্য জমা দেওয়ার জন্য, জরিমানা 25 লাখ টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে, বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষমতা রয়েছে, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থতা বাংলাদেশ ব্যাংককে সংস্থার অ্যাকাউন্ট ডেবিট করে বকেয়া পুনরুদ্ধার করতে দেয় এবং অমীমাংসিত অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য আদালতে জড়িত হতে পারে।

যদি কোন রিপোর্টিং অর্গানাইজেশন (RO) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে, তাহলে শাস্তি নিম্নরূপ:

- BFIU RO এর উপর জরিমানা ধার্য করতে পারে 20,000 টাকার কম কিন্তু 5 লক্ষ টাকার বেশি নয়।
- যদি কোনো RO-কে একটি আর্থিক বছরে তিনবারের বেশি জরিমানা করা হয়, BFIU RO বা এর শাখা, পরিষেবা কেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করতে পারে, যার ফলে বাংলাদেশে এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিএফআইইউ সংস্থার বিরুদ্ধে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নিবন্ধন বা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকেও অবহিত করবে।

অধিকন্তু, যদি কোনো RO বাংলাদেশ ব্যাংকের জারি করা নির্দেশনা মেনে চলতে ব্যর্থ হয় বা জেনেশুনে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে:

- রিপোর্টিং সংস্থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের মধ্যে এজেন্সি বা এর অপারেশনাল ইউনিটের নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করতে পারে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারে।
- জরিমানা পরিশোধ না করা হলে, বাংলাদেশ ব্যাংক অন্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে RO-এর অ্যাকাউন্ট ডেবিট করে অর্থ পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং প্রয়োজনে, অপ্রদেয় অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য আদালতে আবেদন করতে পারে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-২০. FATF কি? 10টি FATF সুপারিশ লিখুন।

ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) হল একটি আন্তঃসরকারি সংস্থা যা 1989 সালে প্যারিসে তাদের বার্ষিক অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলনের সময় গ্রুপ অফ সেভেন (G-7) দেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। FATF এর লক্ষ্য আন্তর্জাতিক অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দেওয়া। এটি তার প্রাথমিক G-7 ফ্রেমওয়ার্ক থেকে বিকশিত হয়েছে যা বিশ্বব্যাপী সরকারগুলিকে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) নির্দেশিকা প্রদান করে। FATF-এর

সুপারিশগুলি বিশ্বব্যাপী ব্যাঙ্কিং অনুশীলন, আইনি কাঠামো এবং মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সরকারী কার্যক্রমকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে। সংস্থাটি প্যারিসে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার (ওইসিডি) পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করে, যেখানে এটি তার সচিবালয় রক্ষণাবেক্ষণ করে। FATF 40 সুপারিশগুলি হল দেশগুলির জন্য মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নির্দেশিকাগুলির একটি বিস্তৃত সেট। এখানে এই সুপারিশগুলির মধ্যে 10টি রয়েছে:

- ঝুঁকি মূল্যায়ন করুন এবং একটি ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা।
- জাতীয় সহযোগিতা ও সমন্বয় করা।
- মানি লন্ডারিং অপরাধ এবং বাজেয়াপ্ত ব্যবস্থা সংজ্ঞায়িত করা।
- বিশদ সন্ত্রাসী অর্থায়ন অপরাধ এবং সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।
- সন্ত্রাসবাদ এবং বিস্তার সম্পর্কিত লক্ষ্যবস্তু আর্থিক নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করা।
- আইনী ব্যক্তিদের স্বচ্ছতা এবং উপকারী মালিকানা নিশ্চিত করা।
- ML/TF এর বিরুদ্ধে আর্থিক ব্যবস্থা এবং এর নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করা।
- আইন প্রয়োগকারী এবং অপারেশনাল ব্যবস্থার ভূমিকা উন্নত করা।
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং পারস্পরিক আইনি সহায়তা প্রচার করা।
- গ্রাহকের যথাযথ অধ্যবসায় এবং রেকর্ড-কিপিং সঞ্চালনের জন্য রিপোর্টিং সংস্থাগুলির প্রয়োজন।

এই সুপারিশগুলির লক্ষ্য আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ এবং বিচার এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য একটি শক্তিশালী বৈশ্বিক কাঠামো তৈরী করতে সহায়তা করতে পারে।

প্রশ্ন-২১. আপনি FATF সদস্য এবং পর্যবেক্ষকদের সম্পর্কে কি জানেন? আপনি অ-সহযোগী দেশ এবং অঞ্চল (NCCTs) দ্বারা কি বোঝেন?

ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) 37টি সদস্যের Jurisdiction এবং 2টি আঞ্চলিক সংস্থা নিয়ে গঠিত, যা বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় আর্থিক কেন্দ্রগুলিকে কভার করে। এটি মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার উপর জোর দেয়। FATF এর অ-সহযোগী দেশ ও অঞ্চলে NCCT মাধ্যমে মানি লন্ডারিং নিয়ন্ত্রনের ইতিহাস রয়েছে।

FATF এর 40 টি সুপারিশের সাথে সংযুক্ত 25টি নীতিমালা ব্যবহার করে তাদের এন্টি-মানি লন্ডারিং সিস্টেমে উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা চিহ্নিত করা মূল লক্ষ্য। এই সিস্টেমগুলিকে উন্নত করার জন্য 24টি Jurisdiction তাদের চাপ দিয়েছে। আজকাল, FATF এএমএল/সিএফটি ঘাটতিগুলির সাথে অঞ্চলগুলি হাইলাইট করে চলেছে, উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলি চিহ্নিত করার জন্য G-20 নির্দেশাবলীর প্রতিক্রিয়া হিসাবে বছরে তিনবার সার্বিক ফলাফল আপডেট করে।

অ-সহযোগী দেশ এবং অঞ্চলসমূহ FATF দ্বারা চিহ্নিত। **FATF** এর এখতিয়ার হল অপর্যাপ্ত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নিয়ন্ত্রণ বা বৈশ্বিক AML/CFT প্রচেষ্টায় সহযোগিতা না করা। 2000 সালে সূচিত NCCT প্রক্রিয়া, সমস্ত আর্থিক কেন্দ্রগুলিকে অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থার দুর্বলতা হ্রাস করার লক্ষ্যে করছে। NCCT হিসাবে তালিকাভুক্ত Jurisdiction তাদের AML/CFT সিস্টেমগুলিকে সংস্কার করার জন্য আন্তর্জাতিক চাপের সম্মুখীন হয়েছে। এই তালিকা এখন এমন একটি প্রক্রিয়ায় রূপ নিয়েছে, যা AML/CFT'ব্যবস্থায় বড় ঘাটতি থাকা দেশগুলোকে শনাক্ত করে। এতে উচ্চ-ঝুঁকির এসব দেশের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ হয়, ফলে বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থা সুরক্ষিত থাকে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-২২. FATF সুপারিশ অনুসারে ভার্চুয়াল সম্পদ (VA) এবং ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারী (VASPS) সংজ্ঞায়িত করুন। BPE-৯৬তম । BPE-৯৯তম. BPE-৬ষ্ঠ

ভার্চুয়াল সম্পদ (VA) হল মূল্যের ডিজিটাল উপস্থাপনা যা ডিজিটালভাবে লেনদেন করা যায় এবং ফিয়াট মুদ্রার ডিজিটাল উপস্থাপনা বাদ দিয়ে অর্থপ্রদান বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডার (VASPS) হল এমন ব্যবসা বা ব্যক্তি যারা নিম্নলিখিতগুলির এক বা একাধিক সম্পর্কিত পরিষেবা প্রদান করে: সম্পদ এবং ফিয়াট মুদ্রার মধ্যে বিনিময়; সম্পদের এক বা একাধিক ফর্মের মধ্যে বিনিময়; ভার্চুয়াল সম্পদ স্থানান্তর; ভার্চুয়াল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ সক্ষম করে ভার্চুয়াল সম্পদ বা উপকরণগুলির সুরক্ষা এবং ভার্চুয়াল সম্পদ বিক্রয় সম্পর্কিত আর্থিক পরিষেবার বিধান রয়েছে। এই গুলি FATF Recommendations সাথে সারিবদ্ধ, VA এবং VASP এর সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি মূল্যায়ন এবং হ্রাস করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

প্রশ্ন-২৩. কিভাবে VA এবং VASPS ব্যাংক এবং এর গ্রাহকদের জন্য ML এবং TF ঝুঁকি তৈরি করে? BPE-৯৬তম । BPE- ৯৯ তম.

ভার্চুয়াল অ্যাসেটস (VA) এবং ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডার (VASPS) তাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে ব্যাংক এবং তাদের গ্রাহকদের জন্য মানি লন্ডারিং (ML) এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন (TF) ঝুঁকির বিবরন দেয়। বেনামী এবং VA-এর বিশ্বব্যাপী তহবিলের উৎসকে অস্পষ্ট করতে পারে, এটি অবৈধ আর্থিক প্রবাহ সনাক্ত করা এবং ট্র্যাক করা চ্যালেঞ্জিং করে তোলে। VASPS একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল ডিজিটাল পরিবেশে কাজ করে।

VA ও VASPS-এর মাধ্যমে লেনদেন দ্রুত হয় এবং তা অনেক সময় সীমান্ত পেরিয়ে যায়, যা পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিং প্রক্রিয়াকে জটিল করে তোলে। ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের গ্রাহকরা মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকিতে বেশি পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে যথাযথ অধ্যবসায়, ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ, এবং এই উদীয়মান ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে পরিচালনা ও প্রশমিত করার জন্য ব্যাংকগুলোর দ্বারা অত্যাধুনিক সরঞ্জাম এবং অনুশীলনের বিকাশ প্রয়োজন।

প্রশ্ন-২৪. 'আর্থিক ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর ML এবং 10 TF ঝুঁকি কমাতে পারে সেইসাথে এটি অতিরিক্ত ML এবং TF ঝুঁকি তৈরি করতে পারে' কিছু উদাহরণ সহ বর্ণনা করুন। BPE-৯৬তম ।BPE-৯৯তম.

আর্থিক ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর মানি লন্ডারিং (এমএল) এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন (টিএফ) ঝুঁকির ল্যান্ডস্কেপকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ডিজিটাল শনাক্তকরণ এবং যাচাইকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের পরিচয় সঠিকভাবে সনাক্ত এবং যাচাই করার ক্ষমতা বাড়ায় অন্যদিকে প্রতারণামূলক অ্যাকাউন্ট এবং কার্যকলাপের ঝুঁকি হ্রাস করে। স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম এবং মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমগুলি রিয়েল-টাইমে প্রচুর পরিমাণে লেনদেন ডেটা বিশ্লেষণ করতে পারে, সন্দেহজনক প্যাটার্নগুলি সনাক্ত করতে পারে যা ML বা TF নির্দেশ করতে পারে, যার ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত হয়।

বিপরীতভাবে, একই ডিজিটাল অগ্রগতি নতুন দুর্বলতা তৈরি করে। সাইবার অপরাধীরা সনাক্তকরণ এড়াতে ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো বেনামী-বর্ধক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সীমান্ত জুড়ে তহবিলের দ্রুত চলাচলের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে পারে। অধিকন্তু, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের গতি নিয়ন্ত্রক এবং আইন প্রয়োগকারীর ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, এমন ফাঁক রেখে যা অবৈধ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। ডিজিটাল রূপান্তরের এই দ্বৈত-ধারী প্রকৃতি ডিজিটাল যুগে এমএল এবং টিএফ-এর সাথে যুক্ত ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য নিয়ন্ত্রক, সম্মতি এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে ক্রমাগত উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

প্রশ্ন-২৫. APG কি? কি Egmont গ্রুপ? এএমএল/সিএফটি-তে তাদের কাজ কী? BPE-৯৯তম.

এশিয়া/প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানি লন্ডারিং (এপিজি) হল একটি FATF-শৈলীর আঞ্চলিক সংস্থা (FSRB) যা এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উপর কাজ করে। এটি সদস্যদের এএমএল/সিএফটি-তে আন্তর্জাতিক মান গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রচারের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং (এমএল) এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন (টিএফ) এর বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্য রাখে। APG আঞ্চলিক সহযোগিতার সুবিধা দেয়, পারস্পরিক মূল্যায়ন পরিচালনা করে এবং তাদের AML/CFT শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এর সদস্যদের প্রযুক্তিগত সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

এগমন্ট গ্রুপ হল একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা সারা বিশ্বের আর্থিক বুদ্ধিমত্তা ইউনিট (FIUs) নিয়ে গঠিত। এটি ML এবং TF-এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দক্ষতা এবং আর্থিক বুদ্ধিমত্তার নিরাপদ বিনিময়ের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে। এগমন্ট গ্রুপ সদস্যদের মধ্যে আরও ভালো যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে, জাতীয় এফআইইউ-এর উন্নয়নে সহায়তা করে এবং বিশ্বব্যাপী AML/CFT ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়ন প্রচার করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ায়।

প্রশ্ন-২৬. এগমন্ট গ্রুপের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কী কী সুবিধা পাচ্ছে? BPE-৯৭তম।

এগমন্ট গ্রুপের সদস্য হিসেবে, বাংলাদেশ তার অর্থ পাচারবিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হয়। সদস্যপদ বাংলাদেশকে আর্থিক বুদ্ধিমত্তার আদান-প্রদানের জন্য একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার প্রদান করে, যা ML এবং TF সম্পর্কিত আন্তঃসীমান্ত আর্থিক লেনদেন সনাক্তকরণে গুরুত্বপূর্ণ। এটি বিশ্বব্যাপী আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের (FIUs) মধ্যে রিয়েল-টাইম তথ্য আদান প্রদানের সুবিধা দেয়, বাংলাদেশকে মূল্যবান আর্থিক গোয়েন্দা তথ্য পেতে এবং প্রদান করতে সক্ষম করে যা মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের মামলার তদন্ত ও বিচারকে সহায়তা প্রদান করে।

উপরন্তু, এগমন্ট গ্রুপের অংশ হওয়া বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক দক্ষতা এবং এএমএল/সিএফটি-তে সর্বোত্তম অনুশীলনের সুযোগ দেয়, আরও শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ আর্থিক মনিটরিং এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই বৈশ্বিক সহযোগিতা অবৈধ আর্থিক প্রবাহের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য তার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে।

প্রশ্ন-২৭. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা (MLPR),২০১৯ অনুযায়ী কোন সংস্থাগুলোকে মানি লন্ডারিং মামলার তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে?

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা (MLPR), ২০১৯ অনুযায়ী বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং মামলার তদন্তের জন্য বিভিন্ন সংস্থাকে মনোনীত করা হয়েছে। এই সংস্থাগুলো নিজস্বভাবে বা প্রয়োজনে যৌথভাবে তদন্ত পরিচালনা করতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী অপরাধগুলোর উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট তদন্তকারী সংস্থাগুলো হলো:

MetaMentor Center

- দুর্নীতি দমন কমিশন (ACC)
- মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (DNC)
- ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (CID), বাংলাদেশ পুলিশ
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC)
- বাংলাদেশ কাস্টমস
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)
- পরিবেশ অধিদপ্তর

এই সংস্থাগুলো তাদের নিজ নিজ ক্ষমতায় মানি লন্ডারিং কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক তদন্ত করতে এবং নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম।

প্রশ্ন-২৮. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (MLPA), ২০১২ অনুযায়ী বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) এর স্থাপন এবং প্রকৃতি কী?

বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (MLPA), ২০১২ এর ২৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মূলত জুন ২০০২ সালে এন্টি মানি লন্ডারিং ডিপার্টমেন্ট (AMLD) হিসেবে গঠিত হয়েছিল, যা ২০১২ সালে BFIU নামে পুনঃনামকরণ করা হয়। MLPA, ২০১২ BFIU এর কার্যক্রমের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করে, যা বলে যে এটি তার নিজস্ব সীলমোহর, লেটারহেড এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাঙ্গণে নিজস্ব অফিস থাকতে হবে।

BFIU এর প্রধান কর্মকর্তা, যিনি সরকারের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত, তার মর্যাদা বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরের সমান। BFIU এর দায়িত্ব হলো মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (AML) এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ (CFT) সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন, যা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে হয়। BFIU প্রয়োজনে বিভিন্ন সরকারি ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা থেকে তথ্য এবং জনবলও অনুরোধ করতে পারে।

প্রশ্ন-২৯. সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STRs) বা সন্দেহজনক কার্যক্রম রিপোর্ট (SARs) জমা না দেওয়ার জন্য কী কী শাস্তি প্রযোজ্য? BPE-৯৮তম.

সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR) বা সন্দেহজনক কার্যক্রম রিপোর্ট (SAR) জমা না দেওয়া একটি গুরুতর অপরাধ। বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী এর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান যা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) নিম্নলিখিত শাস্তি আরোপ করতে পারে:

১. আর্থিক জরিমানা

রিপোর্ট জমা দিতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বড় অংকের জরিমানা দিতে হয়:

- যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা সত্তার ক্ষেত্রে নূন্যতম ৫০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক বা বিএফআইউ (BFIU) চাইলে এই জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়।

২. প্রাতিষ্ঠানিক লাইসেন্স বাতিল

যদি কোনো ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বীমা কোম্পানি বারবার এই নিয়ম ভঙ্গ করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে রিপোর্ট না দেয়, তবে:

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বা ব্যবসার অনুমতি বাতিল করা হতে পারে।
- প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট কোনো শাখা বা ইউনিটের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে।

৩. বিভাগীয় বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অবহেলার কারণে রিপোর্ট জমা না দেওয়া হলে:

- দোষী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।
- তাদের পদোন্নতি বন্ধ বা চাকরি থেকে বরখাস্ত করার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে।

৪. আইনি মামলা ও কারাদণ্ড

যদি প্রমাণ হয় যে, কোনো কর্মকর্তা অপরাধীকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বা জেনেশুনে তথ্য গোপন করেছেন, তবে তা ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে:

- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কারাদণ্ড হতে পারে (অপরাধের ধরন অনুযায়ী মেয়াদ ভিন্ন হয়)।
- ব্যক্তিগতভাবে বড় অংকের আর্থিক জরিমানা হতে পারে।

সংক্ষেপে: STR বা SAR জমা না দিলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও লাইসেন্স বাতিল, আর ব্যক্তির ক্ষেত্রে চাকরি হারানোসহ জেল-জরিমানার ঝুঁকি থাকে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-৩০. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (DNC) আপনার গ্রাহকের ব্যাংক তথ্য চেয়েছে। আপনি এই অনুরোধের জন্য কী ধরনের পর্যালোচনা করবেন? BPE-৯৯তম

যখন **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (DNC)** গ্রাহকের ব্যাংক তথ্য চাওয়ার জন্য অনুরোধ করে, তখন ব্যাংককে কঠোর **অনুমতি, আইন ও নিয়ম মেনে চলতে হয়**। অনুরোধ পর্যালোচনার প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপঃ

1. **আইনি সম্মতির পর্যালোচনা:** নিশ্চিত করতে হবে যে অনুরোধটি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা। গ্রাহকের তথ্য কেবল আইনগতভাবে অনুমোদিত হলে প্রদান করা যেতে পারে।
2. **নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন:** বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কর্তৃক অনুমোদিত কিনা তা যাচাই করতে হবে, কারণ তারা আর্থিক অপরাধ তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।
3. **আদালতের আদেশ যাচাই:** অনুরোধটি বৈধ আদালতের আদেশ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আইনগত অনুমোদন দ্বারা সমর্থিত কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।
4. **গ্রাহক যথাযথ পর্যালোচনা (CDD):** গ্রাহক সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (STRs) বা মানি লন্ডারিং, মাদক পাচার সম্পর্কিত কোনো অপরাধের সাথে জড়িত কিনা তা পরীক্ষা করা হবে।
5. **অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা ও অনুমোদন:** পরিপালন (Compliance) বিভাগ অনুরোধটি মূল্যায়ন করবে, এবং সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট বা কমপ্লায়েন্স অফিসারের অনুমোদন নিতে হবে।
6. **গোপনীয়তা ও তথ্য সুরক্ষা:** প্রয়োজনীয় তথ্যের ন্যূনতম পরিমাণ সরবরাহ করতে হবে এবং ব্যাংকের তথ্য গোপনীয়তা নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।
7. **নথি সংরক্ষণ:** অনুরোধ, অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা, এবং প্রদত্ত প্রতিক্রিয়া রেকর্ড করে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রক সংস্থার অডিটের জন্য প্রস্তুত থাকা যায়।

আইনগত ও নিয়ন্ত্রক অনুমোদন নিশ্চিত হওয়ার পরেই ব্যাংক DNC-কে তথ্য সরবরাহ করতে পারবে।

প্রশ্ন-৩১. অর্থপাচারের মামলার তদন্তকারী সংস্থাগুলো BPE-৯৯তম.

অর্থপাচারের মামলা এক বা একাধিক সংস্থা তদন্ত করতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট অপরাধের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। **মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা (MLPR), ২০১৯** অনুসারে, নিম্নলিখিত সংস্থাগুলো **তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে নির্ধারিত:**

1. **দুর্নীতি দমন কমিশন (ACC)** – দুর্নীতি ও ঘুষ সম্পর্কিত মামলাগুলোর তদন্ত পরিচালনা করে।
2. **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (DNC)** – অবৈধ মাদক ও মাদকদ্রব্যের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত মামলাগুলো তদন্ত করে।
3. **অপরাধ তদন্ত বিভাগ (CID), বাংলাদেশ পুলিশ** – জালিয়াতি, জালনোট, চাঁদাবাজি, প্রতারণা এবং সংঘবদ্ধ অপরাধের আর্থিক অপরাধ তদন্ত করে।
4. **বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC)** – ইনসাইডার ট্রেডিং, বাজার কারসাজি এবং পুঁজিবাজার সংক্রান্ত আর্থিক প্রতারণার মামলাগুলো দেখে।
5. **বাংলাদেশ কাস্টমস** – পাচার ও কাস্টমস-সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত পরিচালনা করে।
6. **জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)** – কর সংক্রান্ত অপরাধ এবং বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের মামলাগুলোর তদারকি করে।
7. **পরিবেশ অধিদপ্তর** – পরিবেশগত আইন লঙ্ঘনের সাথে জড়িত আর্থিক অপরাধের তদন্ত করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-৩২. আর্থিক অপরাধ কী? কিছু সাধারণ আর্থিক অপরাধ ব্যাখ্যা করুন।
অথবা বাংলাদেশে সংঘটিত বিভিন্ন প্রকারের আর্থিক অপরাধের বর্ণনা দিন।BPE-৬ষ্ঠ

আর্থিক অপরাধ হলো এমন সব অবৈধ কাজ, যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আর্থিক লাভের জন্য করে থাকে। এসব অপরাধ সাধারণত অর্থ, সম্পদ বা সম্পদের মালিকানা নিয়ে প্রতারণা, মিথ্যা তথ্য বা পদক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে করা হয়।

উদাহরণ: কেউ ভুয়া ঋণ আবেদন তৈরি করে মিথ্যা কাগজপত্র দিয়ে ব্যাংক থেকে অর্থ তুলে নেয়।

কিছু সাধারণ আর্থিক অপরাধ:

1. **প্রতারণা (Fraud):** মিথ্যা তথ্য দিয়ে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাৎ করা।
2. **মানি লন্ডারিং (Money Laundering):** অবৈধ উৎস থেকে অর্জিত অর্থকে বৈধ দেখাতে বৈধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঘোরানো।
3. **ঘুষ ও দুর্নীতি (Bribery & Corruption):** অবৈধ সুবিধা পাওয়ার জন্য অর্থ বা উপহার লেনদেন।
4. **কর ফাঁকি (Tax Evasion):** আয় গোপন রেখে বা মিথ্যা তথ্য দিয়ে কর না দেওয়া।
5. **পরিচয় চুরি (Identity Theft):** অন্যের ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করে অর্থ চুরি বা প্রতারণা করা।
6. **ইনসাইডার ট্রেডিং (Insider Trading):** কোম্পানির গোপন তথ্য ব্যবহার করে শেয়ার কেনা-বেচার মাধ্যমে লাভ করা।

প্রশ্ন-৩৩. RO (Reporting Organization)-এর দায়িত্ব যথাযথভাবে না পালনের জন্য MLPA-তে কী কী শাস্তির বিধান রয়েছে?

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (MLPA) অনুযায়ী, যদি কোনো রিপোর্টিং প্রতিষ্ঠান (RO) তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করে, তাহলে নিচের শাস্তিগুলো হতে পারে:

1. **আর্থিক জরিমানা:** নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য আর্থিক শাস্তি আরোপ করা হতে পারে।
2. **সতর্কীকরণ:** বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) হতে অফিসিয়াল সতর্কতা নোটিশ দেওয়া হতে পারে।
3. **লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল:** প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্থগিত বা লাইসেন্স বাতিল করা হতে পারে।
4. **নাম প্রকাশ:** অপরাধী প্রতিষ্ঠানের নাম পত্রিকায় প্রকাশ করা যেতে পারে।
5. **অন্যান্য ব্যবস্থা:** AML মানদণ্ড রক্ষা করার জন্য BFIU অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।

এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন-৩৪. আপনি যখন একজন সম্ভাব্য গ্রাহকের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করতে যাচ্ছেন, তখন দেখতে পেলেন তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি (Influential Person -IP) এবং তার ঝুঁকির স্কোর বেশি। আপনি কী ধরনের যাচাই-বাছাই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন?

প্রভাবশালী ব্যক্তি শনাক্তকরণ: যদি গ্রাহক একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি (যেমন: রাজনীতিবিদ, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, ইত্যাদি) হন এবং তার ঝুঁকি বেশি হয়, তাহলে বাড়তি সতর্কতা নিতে হবে।

যাচাই-বাছাই (Due Diligence) ব্যবস্থা:

1. **বর্ধিত যাচাই (Enhanced Due Diligence -EDD):** আয়, সম্পদ ও আর্থিক পটভূমি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা।
2. **উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন:** সম্পর্ক শুরু করার আগে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকের লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করা।

3. **নিয়মিত তদারকি:** অ্যাকাউন্ট নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা যাতে সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত করা যায়।
4. **চলমান পর্যালোচনা:** গ্রাহকের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ ও ঝুঁকি মূল্যায়ন করা।
5. **যাচাই-বাছাই:** স্যাংশন ও ওয়াচলিস্টের সাথে গ্রাহকের নাম মেলানো।

প্রশ্ন-৩৫. বাংলাদেশ পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (DB) যদি কোনো গ্রাহকের তথ্য চায়, আপনি কী কী পর্যালোচনা করবেন?

যদি ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ (DB) কোনো গ্রাহকের ব্যাংক তথ্য চেয়ে আবেদন করে, ব্যাংককে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অনুরোধটি মূল্যায়ন করতে হবে। নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে:

1. **অনুরোধপত্র যাচাই:** আবেদনটি লিখিতভাবে প্রদান করা হয়েছে কিনা এবং সেটি DB-এর অনুমোদিত কর্মকর্তার স্বাক্ষর, অফিসিয়াল প্যাড ও সিলসহ আছে কিনা তা যাচাই করা।
2. **আইনি ভিত্তি নিশ্চিত করা:** অনুরোধটি *Bankers' Book Evidence Act, 1891* বা অন্য কোনো প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী বৈধ কিনা তা নিশ্চিত করা।
3. **অভ্যন্তরীণ অনুমোদন:** তথ্য সরবরাহের আগে ব্যাংকের আইন ও কমপ্লায়েন্স বিভাগ থেকে অনুমোদন গ্রহণ করা।
4. **গোপনীয়তা পর্যালোচনা:** ব্যাংকিং গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘন হবে কিনা তা বিবেচনা করে তথ্য প্রদান করা।
5. **রেকর্ড সংরক্ষণ:** আবেদন এবং তার ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপ যথাযথভাবে নথিভুক্ত রাখা।

প্রশ্ন-৩৬. আপনি যখন একটি কোম্পানির অ্যাকাউন্ট খুলছেন এবং দেখতে পেলেন ৯৯% শেয়ার বিদেশি কোম্পানির এবং ১% স্থানীয় মালিকের, তখন কী ধরনের CDD অনুসরণ করবেন?

যদি কোনো কোম্পানির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সময় দেখা যায় যে, ৯৯% মালিকানা বিদেশি কোম্পানির এবং ১% স্থানীয় ব্যক্তির, তাহলে নিচের **Customer Due Diligence (CDD)** ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

1. **মূল সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) শনাক্তকরণ:** বিদেশি কোম্পানিকে ৯৯% মালিক হিসেবে নথিপত্রের মাধ্যমে যাচাই করতে হবে।
2. **বিদেশি প্রতিষ্ঠানের প্রমাণপত্র:** বিদেশি কোম্পানির নিবন্ধন সনদ, ব্যবসার বিবরণ, এবং অস্তিত্বের আইনি প্রমাণ সংগ্রহ করা।
3. **চূড়ান্ত মালিক নির্ধারণ:** বিদেশি কোম্পানির পিছনে যারা প্রকৃত মালিক বা নিয়ন্ত্রক, তাদের নাম ও পরিচয় যাচাই করা।
4. **স্ক্রিনিং:** বিদেশি কোম্পানি ও এর মূল কর্মকর্তাদের নাম স্যাংশন ও ওয়াচলিস্টে আছে কিনা তা যাচাই করা।
5. **ঝুঁকি মূল্যায়ন:** বিদেশি প্রতিষ্ঠান যুক্ত থাকায় এটিকে উচ্চ ঝুঁকির হিসেব ধরে *Enhanced Due Diligence (EDD)* প্রয়োগ করতে হবে।
6. **তহবিল উৎস:** সম্ভাব্য লেনদেন ও তহবিলের উৎস সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-৩৭. পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানির Beneficial Owner কীভাবে শনাক্ত করবেন?

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির মূল সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) শনাক্ত করতে হলে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে:

1. **মালিকানা কাঠামো বোঝা:** তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে অনেকগুলো ছোট শেয়ারহোল্ডার থাকে—মালিকানা ছড়িয়ে থাকে।

2. **প্রধান শেয়ারহোল্ডার খুঁজে বের করা:** কেউ যদি ৫% বা ১০% এর বেশি শেয়ার রাখে (নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্ধারিত সীমা অনুযায়ী), তাকে Beneficial Owner হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
3. **প্রকাশিত তথ্য পর্যালোচনা:** স্টক এক্সচেঞ্জের ফাইলিং, বার্ষিক প্রতিবেদন, ও অন্যান্য প্রকাশিত তথ্য দেখে মূল শেয়ারহোল্ডারদের চিহ্নিত করা।
4. **কোনো একক মালিক নেই:** অনেক সময় দেখা যায়, কোনো একক ব্যক্তি Beneficial Owner হিসেবে গণ্য হওয়ার মতো শেয়ার ধরে না।
5. **ব্যতিক্রম প্রয়োগ:** যখন কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত মালিকানা সীমা অতিক্রম না করে, তখন standard নিয়মে Beneficial Owner চিহ্নিত না-ও হতে পারে।
6. **নথিপত্র সংরক্ষণ:** যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তার নথি সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শেয়ারহোল্ডারের নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৮. আপনি কীভাবে আপনার গ্রাহকের তথ্য 'সম্পূর্ণ ও সঠিক' তা নিশ্চিত করবেন? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

ব্যাংকের পক্ষ থেকে গ্রাহকের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিশ্চিত করার জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন:

1. **KYC ফরম ব্যবহার:** Know Your Customer (KYC) ফরমের মাধ্যমে গ্রাহকের যাবতীয় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
2. **দলিল যাচাই:** গ্রাহক যেসব তথ্য দিয়েছেন, তা জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদি বৈধ কাগজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে।
3. **তথ্য মিলিয়ে দেখা:** নাম, ঠিকানা বা নম্বরের বানান প্রতিটি দলিলে একই আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে।
4. **শারীরিক যাচাই:** উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ঠিকানায় গিয়ে তথ্য যাচাই করা যেতে পারে।
5. **ডিজিটাল যাচাই:** জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাইয়ের জন্য NID পোর্টাল বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা যায়।
6. **উদাহরণ:** যদি গ্রাহক ফরমে "Md. Rahim" লেখেন, কিন্তু NID-তে "Mohammad Rahim" থাকে, তাহলে সরকারী পরিচয়পত্র অনুযায়ী নাম ব্যবহার করতে হবে।
7. **নথিপত্র সংরক্ষণ:** যাচাইকৃত কাগজের কপি এবং যাচাই প্রক্রিয়ার বিবরণ সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৯. STR দাখিলের ক্ষেত্রে আপনার ব্যাংকের AML সেলের দায়িত্ব কী কী?

Anti Money Laundering (AML) সেলের Suspicious Transaction Report (STR) দাখিল সংক্রান্ত দায়িত্ব নিম্নরূপ:

MetaMentor Center

1. **অস্বাভাবিক লেনদেন সংগ্রহ:** শাখা বা অন্যান্য বিভাগ থেকে পাওয়া সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট সংগ্রহ করা।
2. **লেনদেন বিশ্লেষণ:** গ্রাহকের প্রোফাইল, লেনদেনের ধরণ, ও আচরণ বিশ্লেষণ করা।
3. **অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা:** ঝুঁকি মূল্যায়ন করে দেখা STR-এর মানদণ্ড পূরণ করছে কি না।
4. **STR প্রস্তুত:** সন্দেহজনক হলে একটি পূর্ণাঙ্গ STR রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়, যাতে লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত থাকে।
5. **BFIU-তে দাখিল:** নির্ধারিত goAML প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে STR বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে (BFIU) জমা দেওয়া হয়।

6. **গোপনীয়তা রক্ষা:** STR সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয় এবং কোনো গ্রাহক বা অননুমোদিত ব্যক্তিকে জানানো হয় না।

প্রশ্ন-৪০. MLPA অনুযায়ী BFIU-এর কোন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আছে যাতে RO গুলো AML ও CFT-তে সম্মত হয়?

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (MLPA) অনুসারে BFIU-এর নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে:

1. **পর্যবেক্ষণ ও তদারকি:** Reporting Organization (RO) যথাযথভাবে AML ও CFT আইন অনুসরণ করছে কিনা তা BFIU পর্যবেক্ষণ করতে পারে।
2. **তথ্য আহরণ:** তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো তথ্য বা দলিল RO-এর নিকট থেকে চাওয়া যায়।
3. **নির্দেশনা প্রদান:** BFIU প্রয়োজনীয় সার্কুলার, নির্দেশাবলি বা নির্দেশিকা জারি করতে পারে যাতে RO সমূহ আইন মেনে চলে।
4. **বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ:** আইন না মানলে BFIU সতর্কবার্তা, আর্থিক জরিমানা, বা কার্যক্রমে বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে।
5. **অডিট ও পর্যালোচনা:** BFIU নিজে অথবা প্রতিনিধি নিয়োগ করে AML/CFT সম্পর্কিত কার্যক্রম পর্যালোচনা করতে পারে।

প্রশ্ন-৪১. উক্ত দায়িত্বসমূহ পরিপালনে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এ বিএফআইইউ এর কী ধরনের ক্ষমতার উল্লেখ রয়েছে? BPE-৬ষ্ঠ

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (MLPA), ২০১২ এর অধীনে:

- BFIU রিপোর্টিং সংস্থাগুলি থেকে STR/SAR এবং CTR পেতে পারে।
- BFIU AML-এর উদ্দেশ্যে রিপোর্টিং সংস্থাগুলি থেকে যেকোনো তথ্য বা নথি চাইতে পারে।
- BFIU আর্থিক তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে গোয়েন্দা প্রতিবেদন পাঠাতে পারে।
- BFIU একবারে ৩০ দিন পর্যন্ত একটি অ্যাকাউন্টের লেনদেন ফ্রিজ বা স্থগিত করার আদেশ দিতে পারে, যা ৭ বার পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।
- BFIU নির্দেশিকা, সার্কুলার এবং নির্দেশাবলী জারি করতে পারে এবং রিপোর্টিং সংস্থাগুলির AML সম্মতি পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

সন্ত্রাসবিরোধী আইন (ATA), ২০০৯ এর অধীনে

- BFIU সন্ত্রাসী অর্থায়ন সম্পর্কিত সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য গ্রহণ এবং বিশ্লেষণ করতে পারে।
- BFIU সন্ত্রাসী অর্থায়নের সন্দেহে ৩০ দিনের জন্য অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ বা স্থগিত করতে পারে, যা ৬ মাস পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।
- BFIU তদন্তের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে তথ্য ভাগ করে নিতে পারে।
- বিএফআইইউ রিপোর্টিং এজেন্সিগুলির তত্ত্বাবধান করতে পারে এবং টিএফ এবং
- প্রলিফারেশন অর্থায়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক নির্দেশনা জারি করতে পারে।
- বিএফআইইউ পরিদর্শন পরিচালনা করতে পারে এবং রিপোর্টিং সংস্থাগুলিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-৪২. এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং ও এগমন্ট গ্রুপ অব এফআইইউ. BPE-৬ষ্ঠ

মানি লন্ডারিং-এ এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ (APG)-এর ভূমিকা

- এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে FATF AML/CFT মান বাস্তবায়নে উৎসাহিত করে।
- সদস্য দেশগুলির AML/CFT ব্যবস্থা মূল্যায়নের জন্য পারস্পরিক মূল্যায়ন পরিচালনা করে।
- এই অঞ্চলে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের ঝুঁকি চিহ্নিত করে।

এগমন্ট গ্রুপ অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটস (FIU)-এর ভূমিকা

- বিশ্বব্যাপী FIU-গুলির মধ্যে আর্থিক গোয়েন্দা তথ্যের নিরাপদ বিনিময় সহজতর করে।
- মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের আন্তঃসীমান্ত তদন্তকে সমর্থন করে।
- FIU কার্যক্রমের জন্য সর্বোত্তম অনুশীলন এবং মান তৈরি করে।

কেস স্টাডি

কেস-১: সন্দেহজনক ট্রেডিং কার্যকলাপ এবং এএমএল উদ্বেগ

কেস পরিস্থিতি: এবিসি ট্রেডিং কর্পোরেশন বাংলাদেশের তফসিলি ব্যাংকে একটি চলতি হিসাব খুলেছে যেখানে বলা হয়েছে যে তাদের ব্যবসা ভোগ্যপণ্য আমদানি এবং স্থানীয় পাইকারি ব্যবসা। কোম্পানিটি মাত্র ছয় মাস আগে একটি ছোট পরিশোধিত মূলধন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এখতিয়ারে অবস্থিত বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা থেকে প্রচুর পরিমাণে অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্স পেতে শুরু করে। ঘোষিত মাসিক টার্নওভার ছিল ৫০ লক্ষ টাকা, কিন্তু প্রকৃত লেনদেন তিন মাসের মধ্যে ১০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। কোম্পানিটি প্রায়শই নগদ জমা দেয় এবং সম্পর্কহীন তৃতীয় পক্ষের কাছে তহবিল স্থানান্তর করে। যখন ব্যাংকটি ট্রেড ডকুমেন্ট এবং তহবিলের উৎস জানতে চায়, তখন গ্রাহক অসম্পূর্ণ এবং অসঙ্গত তথ্য প্রদান করে। ব্যাংক আরও লক্ষ্য করে যে লেনদেন প্রায়শই গোলাকার অঙ্কে করা হয়, কখনও কখনও রিপোর্টিং থ্রেশহোল্ডেরনিচে,
এবং তহবিল জমা হওয়ার পরে দ্রুত স্থানান্তরিত হয়। গ্রাহক যথাযথ বাণিজ্য যুক্তি ছাড়াই জরুরি বহির্মুখী রেমিট্যান্সের জন্য চাপ দেন।ব্যাংকের এএমএল সেল সম্ভাব্য আর্থিক অপরাধ এবং অর্থ পাচারের ঝুঁকি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন:

(ক) মামলার সাথে জড়িত আর্থিক অপরাধগুলি চিহ্নিত করুন।
(খ) মামলার সমস্ত আর্থিক অপরাধ অর্থ পাচার কিনা তা ব্যাখ্যা করুন।
(গ) মামলায় প্রতিফলিত অর্থ পাচারের পর্যায়গুলি উল্লেখ করুন।
(ঘ) একটি রিপোর্টিং সংস্থা (RO) হিসাবে ব্যাংকের দায়িত্বগুলি বর্ণনা করুন।
(ঙ) এই ক্ষেত্রে BFIU কী ভূমিকা পালন করবে?

MetaMentor Center

উত্তর:

(ক) মামলায় জড়িত আর্থিক অপরাধ

- অস্বাভাবিক এবং অযৌক্তিক লেনদেনের মাধ্যমে অর্থ পাচার।
- মিথ্যা বা দুর্বল বাণিজ্য যুক্তি ব্যবহার করে বাণিজ্য-ভিত্তিক অর্থ পাচার।
- ব্যবসায়িক প্রকৃতি এবং টার্নওভারের জালিয়াতি এবং ভুল উপস্থাপনা।
- প্রকৃত ব্যবসায়িক আয় গোপন করে কর ফাঁকি দেওয়া সম্ভব।

(খ) সমস্ত আর্থিক অপরাধ অর্থ পাচার কিনা

- না, সমস্ত আর্থিক অপরাধ অর্থ পাচার নয়।
- অর্থ পাচার এক ধরণের আর্থিক অপরাধ, তবে জালিয়াতি, মিথ্যা ঘোষণা এ বিষয়গুলো আর্থিক অপরাধ নয়।
- কর ফাঁকির মতো কার্যকলাপ আর্থিক অপরাধ, এমনকি যখন কোনও লন্ডারিং প্রক্রিয়া জড়িত না থাকে।

গ) মামলায় প্রতিফলিত অর্থ পাচারের পর্যায়

- **স্থান নির্ধারণের পর্যায়:** নগদ আমানত এবং অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্সের মাধ্যমে তহবিলের প্রবর্তন।
- **স্তরবিন্যাসের পর্যায়:** একাধিক স্থানান্তর এবং তৃতীয় পক্ষের অর্থপ্রদানের মাধ্যমে অর্থের দ্রুত চলাচল।
- **ইন্টিগ্রেশন পর্যায়:** বিদেশে তহবিল পাঠানোর চেষ্টা করা যাতে তা বৈধ বাণিজ্য অর্থপ্রদান হিসেবে দেখানো হয়।

(ঘ) একটি রিপোর্টিং সংস্থা (RO) হিসেবে ব্যাংকের দায়িত্ব

- যথাযথ গ্রাহকের যথাযথ যত্ন এবং বর্ধিত যত্ন পরিচালনা করা।
- গ্রাহকের লেনদেন ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা।
- গ্রাহক এবং লেনদেনের রেকর্ড বজায় রাখা।
- সন্দেহজনক কার্যকলাপ সনাক্ত করা এবং সময়মতো BFIU-তে STR জমা দেওয়া।

(ঙ) BFIU-এর ভূমিকা

- ব্যাংক কর্তৃক জমা দেওয়া STR গ্রহণ এবং বিশ্লেষণ করা।
- প্রয়োজনে অ্যাকাউন্ট স্থগিত বা ফ্রিজ করার আদেশ দেওয়া।
- তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আর্থিক গোয়েন্দা তথ্য ভাগ করে নেওয়া।
- ব্যাংকের AML সম্মতি তদারকি করা এবং নিশ্চিত করা।

কেস-২: অস্বাভাবিক রপ্তানি আয় এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিপক্ষ

কেস পরিস্থিতি: সিলভার ওয়েভ এক্সপোর্টস লিমিটেড আপনার ব্যাংকে একটি চলতি হিসাব রাখে এবং দাবি করে যে পাটজাত পণ্য এবং গৃহস্থালীর টেক্সটাইল রপ্তানিতে নিযুক্ত। কোম্পানিটি দুই বছর আগে ব্যবসা শুরু করেছিল মাঝারি পরিশোধিত মূলধন নিয়ে, কিন্তু সম্প্রতি এর লেনদেনের পরিমাণ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অল্প সময়ের মধ্যে, কোম্পানিটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এবং অফশোর এখতিয়ারে অবস্থিত একাধিক বিদেশী ক্রেতার কাছ থেকে প্রচুর রপ্তানি আয় পেয়েছে। রপ্তানি আয় প্রথমে জমা করা হয়েছিল এবং তাৎক্ষণিকভাবে তৃতীয় পক্ষের স্থানীয় অ্যাকাউন্ট এবং মানি এক্সচেঞ্জারে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। গ্রাহক যথাযথ চুক্তি ছাড়াই "কমিশন এবং পরামর্শ ফি" এর জন্য ঘন ঘন বহির্মুখী রেমিট্যান্সের অনুরোধ করেছিলেন।

পর্যালোচনার সময়, ব্যাংক পর্যবেক্ষণ করেছে যে:

- বাজার মূল্যের তুলনায় রপ্তানি মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেশি।
- শিপিং নথি দেরিতে জমা দেওয়া হয় এবং কখনও কখনও বারবার সংশোধন করা হয়।
- ক্রেতার উৎস এবং সুবিধাভোগী মালিকানার তথ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয় না।
- গ্রাহক জরুরি লেনদেনের উপর জোর দেন এবং সম্মতি সংক্রান্ত প্রশ্ন এড়ান।

লেনদেনের ধরণ গ্রাহকের ঘোষিত ব্যবসায়িক প্রোফাইলের সাথে মেলে না। সম্মতি ইউনিট সম্ভাব্য আর্থিক অপরাধ এবং মানি লন্ডারিং ঝুঁকি সন্দেহ করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন:

(ক) লেনদেনের ধরণ ঘোষিত ব্যবসায়িক প্রোফাইল থেকে কীভাবে আলাদা?

(খ) আর্থিক অপরাধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যাংক কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করুন।

(গ) মামলায় বাণিজ্য-ভিত্তিক অর্থ পাচারের (টিবিএমএল) সূচকগুলি চিহ্নিত করুন।

(ঘ) এই ক্ষেত্রে ব্যাংকের জন্য কী প্রতিবেদনের বাধ্যবাধকতা দেখা দেয়?

উত্তর:

(ক) লেনদেনের ধরণ ঘোষিত ব্যবসায়িক প্রোফাইল থেকে ভিন্ন

- ব্যবসা সম্প্রসারণ ছাড়াই রপ্তানি আয় হঠাৎ বৃদ্ধি পায়
- রপ্তানি মূল্য স্বাভাবিক বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি
- তহবিল জমা দেওয়ার পরপরই স্থানান্তরিত হয়
- তৃতীয় পক্ষের অ্যাকাউন্ট এবং মানি এক্সচেঞ্জার ব্যবহার

(খ) আর্থিক অপরাধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যাংককে ব্যবহার করা হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করুন।

- সন্দেহজনক রপ্তানি আয় গ্রহণের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়
- তৃতীয় পক্ষের স্থানান্তরের মাধ্যমে তহবিল স্তরে স্তরে স্থানান্তর করা হয়
- তহবিল বৈধ করার জন্য বহির্গামী রেমিট্যান্স ব্যবহার করা হয়
- লেনদেনকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য দুর্বল ডকুমেন্টেশন ব্যবহার করা হয়

(গ) মামলায় বাণিজ্য-ভিত্তিক অর্থ পাচারের (TBML) সূচকগুলি চিহ্নিত করুন।

- রপ্তানি পণ্যের অতিরিক্ত চালান
- দেরিতে এবং বারবার সংশোধন করা শিপিং নথি
- অফশোর এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ বিচারব্যবস্থা থেকে ক্রেতা
- প্রকৃত বাণিজ্য চুক্তির সাথে সম্পর্কিত নয় এমন অর্থপ্রদান

(ঘ) এই ক্ষেত্রে ব্যাংকের উপর রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতা দেখা দেয়।

- লেনদেনগুলিকে সন্দেহজনক হিসাবে বিবেচনা করুন
- STR প্রস্তুত করুন এবং BFIU-তে জমা দিন
- গোপনীয়তা বজায় রাখুন (কোনও টিপিং-অফ নয়)
- নিয়ন্ত্রক পর্যালোচনার জন্য রেকর্ড রাখুন

MetaMentor Center

তুলনা এবং পার্থক্য

প্রশ্ন-০১. অর্থ পাচার এবং আর্থিক অপরাধের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? ওইগুলো কি? BPE-৯৭তম ।

দৃষ্টিভঙ্গি	অর্থপাচার করা	আর্থিক অপরাধ
১. সংজ্ঞা	এটি একটি প্রক্রিয়া যেখানে অবৈধ তহবিল বৈধ দেখানো হয়।	অবৈধ লাভ বা অর্থের সাথে জড়িত অপরাধ।
২. পদ্ধতি	তিনটি পর্যায় জড়িত: বসানো, লেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশন।	জালিয়াতি, আত্মসাৎ, কর ফাঁকি এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত।
৩. উদাহরণ	মানি লন্ডারিং মাদক পাচার	ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে গোপন(অপ্রকাশিত) তথ্য ব্যবহার করে শেয়ার বাসিকিউরিটিজ লেনদেন করাকে ইনসাইডার ট্রেডিং বলা হয়।

০২. অর্থ পাচারের সাথে অর্থ বা সম্পদের পাচারের মধ্যে পার্থক্য কী?

দৃষ্টিভঙ্গি	অর্থ পাচারের সাথে অর্থ	সম্পদের পাচারের
১.প্রাথমিক উদ্দেশ্য	কর ফাঁকি দিতে বা সীমান্তে অবৈধ পণ্য/নগদ স্থানান্তর করা।	অপরাধমূলকভাবে প্রাপ্ত তহবিলের উৎপত্তি ছদ্মবেশ করা।
২. সনাক্তকরণ পয়েন্ট	প্রবেশ/প্রস্থানের সীমানা বা পয়েন্টে।	আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে, লেনদেন বা অ্যাকাউন্ট কার্যক্রমের সময়।
৩. উদাহরণ	কর ফাঁকি দিতে সীমান্তে নগদ $1 মিলিয়ন পাচার।	ক্লিন মানি হিসাবে একত্রিত করার জন্য একটি বৈধ ব্যবসার মাধ্যমে মাদক বিক্রি থেকে $1 মিলিয়ন পাচার করা।

০৩.তদন্তকারী সংস্থা বনাম গোয়েন্দা সংস্থা. BPE-৬ষ্ঠ

দৃষ্টিভঙ্গি	তদন্তকারী সংস্থা	গোয়েন্দা সংস্থা
অর্থ	যে সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে অপরাধ তদন্ত করে এবং মামলা দায়ের করে।	হুমকি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে এমন সংস্থা।
প্রাথমিক উদ্দেশ্য	তদন্ত পরিচালনা করে, প্রমাণ সংগ্রহ করে, চার্জশিট জমা দেয়।	বুদ্ধিমত্তা সংগ্রহ, মূল্যায়ন এবং ভাগ করে নেয়।
প্রক্রিয়াকরণ	মামলার প্রতিবেদন, চার্জশিট, মামলা মোকদ্দমা সহায়তা।	গোয়েন্দা প্রতিবেদন, সতর্কতা, ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য।

MetaMentor Center

০৪. মানিলন্ডারিং বনাম সন্ত্রাসে অর্থায়ন.BPE-৬ষ্ঠ

দৃষ্টিভঙ্গি	মানিলন্ডারিং	সন্ত্রাসে অর্থায়ন
অর্থ	অবৈধ অর্থ উপার্জনের প্রক্রিয়া আইনি বলে মনে হয়।	সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য অর্থ সংগ্রহ বা প্রদানের প্রক্রিয়া।
তহবিলের ব্যবহার	ব্যবসা, সম্পদ, অথবা বিলাসবহুল খরচের জন্য ব্যবহৃত হয়।	আক্রমণ, প্রশিক্ষণ, রসদ,অথবা প্রচারণার জন্য ব্যবহৃত হয়।
উদাহরণ	ব্যাংক-ট্রান্সফার বা ব্যবসার মাধ্যমে পাচারকৃত অর্থ।	সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কার্যকলাপের জন্য অর্থ পাঠানো।

সংক্ষেপে উত্তরঃ

০১. BFIU দ্বারা জারি করা ML/TF ঝুঁকি মূল্যায়ন নির্দেশিকা অনুসারে একটি ব্যাংকের ঝুঁকি মূল্যায়ন কাঠামো বর্ণনা করুন।BPE- ৯৭তম ।

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে ব্যাংকগুলির জন্য এমএল/টিএফ ঝুঁকি মূল্যায়ন কাঠামোটি ব্যাংকগুলিকে শনাক্তকরণ, মূল্যায়ন এবং কার্যকরভাবে মানি লন্ডারিং (এমএল) এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন (এমএল) সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলিকে প্রশমিত করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এই কাঠামোটি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) এর সুপারিশ 1 এর সাথে সারিবদ্ধ, যা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং মনোনীত অ-আর্থিক ব্যবসা এবং পেশাগুলিকে (DNFBPs) তাদের ML/TF ঝুঁকিগুলি সক্রিয়ভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য করে।

মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন রুলস (এমএলপিআর) 2019-এর নিয়ম 10 অনুসারে, ব্যাংকগুলিকে তাদের ব্যবসা, পণ্য বা পরিষেবার প্রকৃতি, অপারেশনের দেশ এবং ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমিক ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হবে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (এমএলপিএ), 2012 এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইন (এমএলপিএ) দ্বারা প্রদত্ত কর্তৃপক্ষের অধীনে প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রতিষ্ঠা এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন (এএমএলএন্ড সিএফটি) শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-০২. FATF এর উদ্দেশ্য কি?

FATF এর উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে মান নির্ধারণ করা এবং মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসী অর্থায়ন এবং আর্থিক অখণ্ডতার জন্য হুমকির বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা। এটি সদস্যদের অগ্রগতি নিরীক্ষণ করে, ML/TF কৌশলগুলি পর্যালোচনা করে এবং এর মানগুলিকে বিশ্বব্যাপী গ্রহণে উৎসাহিত করে। FATF আইনী কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী AML/CFT সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় ফলাফলের উপর ফোকাস করে। এটি একটি সমন্বিত বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্যে, আইনি ও কর্মক্ষম ব্যবস্থা বৃদ্ধি এবং আর্থিক অপরাধ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন-০৩. উক্ত আইনের ২(১) ধারা লঙ্ঘনের কী কী শাস্তির বিধান রয়েছে উক্ত আইনের ২(ঝ) ধারায়?BPE-৬ষ্ঠ MLPA, 2012 এর ধারা 25(1) এবং ধারা 25(2) লঙ্ঘনের জন্য শাস্তিমূলক বিধান ধারা 25(1): রিপোর্টিং সংস্থাগুলির (ROs) দায়িত্ব লঙ্ঘন

- BFIU 20,000 টাকা থেকে 5,00,000 টাকা পর্যন্ত আর্থিক জরিমানা আরোপ করতে পারে।
- যদি কোনও RO-কে একটি আর্থিক বছরে তিনবারের বেশি জরিমানা করা হয়, তাহলে BFIU RO,তার শাখা,বুথ বা এজেন্টের নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করতে পারে।
- পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকেও অবহিত করা যেতে পারে।

ধারা 25(2): নির্দেশাবলী মেনে চলতে ব্যর্থতা বা মিথ্যা তথ্য প্রদানে ব্যর্থতা

- বাংলাদেশ ব্যাংক 25,00,000 টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করতে পারে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক রিপোর্টিং সংস্থার লাইসেন্স বা নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিল করতে পারে।
- জরিমানা পরিশোধ না করা হলে, বাংলাদেশ ব্যাংক RO-এর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট করে অথবা আদালতের মাধ্যমে অর্থ আদায় করতে পারে।

প্রশ্ন-০৪. অর্থ বা সম্পদের চোরাচালান কি? MLPA, 2012 এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপনার উত্তরটি বিশদ আলোচনা করুন।

অর্থ বা সম্পদের চোরাচালান বলতে বোঝায় কর এড়াতে বা অন্যান্য অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে পণ্য, মুদ্রা বা অন্যান্য সম্পদের অবৈধ চলাচল। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (MLPA), 2012-এর অধীনে, এই কার্যকলাপটি মানি লন্ডারিংয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কারণ এটি অবৈধ তহবিল গোপন করা বা স্থানান্তর জড়িত থাকে।

MetaMentor Center

MLPA, 2012 অর্থপাচারকে এমন কোনো প্রক্রিয়া হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে যা অবৈধ লাভকে বৈধ বলে লুকানোর চেষ্টা করে। চোরাচালানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিরা সাধারণত দেশের বাইরে অবৈধ তহবিল স্থানান্তরিত করে বা কাস্টমসকে না জানিয়ে পন্য আনয়ন করে যার ফলে কর ফাঁকি সংঘঠিত হয়। এই আইনটি শুধুমাত্র কাস্টমস এবং ট্যাক্স আইন লঙ্ঘন করে না বরং অর্থ পাচারে অবদান রাখে, কারণ এটি তহবিল বা সম্পদের অবৈধ উৎসকে অস্পষ্ট করে, তাদের আইনি অর্থনীতিতে একীভূত করে।

প্রশ্ন-০৫. FATF-স্টাইলের আঞ্চলিক সংস্থাগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর?

এফএটিএফ-স্টাইল আঞ্চলিক সংস্থা হল বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক ফাইটিং মানি লন্ডারিং (এমএল) এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন (টিএফ) এর অপরিহার্য উপাদান। এই আঞ্চলিক সংস্থাগুলি ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) দ্বারা নির্ধারিত মানগুলি মেনে চলে এবং তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের মধ্যে এই মানগুলি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে। FSRBs AML/CFT প্রচেষ্টায় আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের সুবিধা দেয়। এটি পারস্পরিক সহায়তা প্রদান করে এবং FATF-এর পারস্পরিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অনুরূপ সমকক্ষ পর্যালোচনা পরিচালনা করে। এফএটিএফ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মানানসই করে, এফএসআরবিগুলি নিশ্চিত করে যে তাদের এখতিয়ারের মধ্যে থাকা দেশগুলি তারা যে অনন্য ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হয় তা কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে এবং হ্রাস করতে পারে। এই পদ্ধতি ML/TF কার্যক্রমে আঞ্চলিক সূক্ষ্মতাকে মোকাবেলা করে এমন লক্ষ্যবস্তু কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইকে উন্নত করে।

প্রশ্ন-০৬. কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় টাস্কফোর্সের কাঠামো লেখ।

মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন (এএমএল/সিএফটি) রোধে এ নথিটি বাংলাদেশে বিভাগীয় টাস্কফোর্সের গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এই টাস্কফোর্স বিভাগীয় AML/CFT কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং উন্নত করার জন্য বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভাগীয় অফিসের অফিস প্রধানদের নেতৃত্বে, তাদের সদস্যপদে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন, কাস্টমস, আয়কর, সমাজসেবা এবং বিভিন্ন ব্যাংকের মতো বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাদের প্রধান কাজগুলির মধ্যে রয়েছে প্রাসঙ্গিক সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় করা, AML/CFT প্রচেষ্টার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা, AML/CFT বাস্তবায়নে বাধাগুলির বিরুদ্ধে উদ্যোগ নেওয়া এবং চোরাচালান ও পাচারের মতো সমস্যাগুলি সমাধান করা।

Chapter End

🔗 অর্ডার করতে ক্লিক করুন: www.metamentorcenter.com

📲 WhatsApp: 01310-474402

MetaMentor Center